ছোট গল্প : ছায়া মৃত্যু

সঞ্চারিনী

দাম্মাম থেকে

বাসায় ফিরেই জানালাটির কাছে এসে দাঁড়ালো ঈমা । মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডের মিণার মসজিদের কাছে এ ভাড়া বাসাটিতে তারা যেদিন এল ; ঈমার জানালাতে ঝুলানো হ'লো ভারী পর্দা । বাইরে থেকে তার ঘরের কিছুই দেখা যায়না কিন্ত ইচ্ছে করলেই তার ঘরের ভেতর থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখা যায় । এ বাসায় আসার প্রথম থেকেই পাশের বাড়ীর দক্ষিণের ঐ জানালাটিকে ঘিরে ঈমার ঔৎসুক্য ।

পাশাপাশি দু'টো বিল্ডিং । দু'টো বিল্ডিং এর-ই প্রবেশদ্বার পূর্বমুখী । আর এ দু'টো বিল্ডিং এর মাঝখানের সরু রাস্তাটি এ অঞ্চলটিকে একটি সরু গলিতে পরিণত করেছে । ঈমার ঘরটি তিন তলায় । তার দক্ষিণের জানালার মুখোমুখি ও বাড়ীর জানালাটির পর্দা তেমন ভারী নয় ; তাই অনায়াসেই ঈমার ঘর থেকে ও বাড়ীর ও ঘরের জানালা দিয়ে মানুষগুলোকে ছায়া-ছায়া দেখা যায় । যতটা সময় বাসায় থাকে ঈমা তার ওই জানালার দিকে মুখ করে রাখা পড়ার টেবিলের সাথেকার চেয়ারটিতে বসে থাকে । রাতের অনেকটা সময় ই ঈমা তার ঘর অন্ধকার করে ও বাড়ীর জানালার পর্দায় চোখ রাখে । এ'ভাবে দিনে-দিনে ঈমার স্মৃতিতে সঞ্চয় হ'লো ও বাড়ীর কিছু ছায়াচিত্র আর কিছু ছায়া-চরিত্র ।

একটি ছায়া-যুগল আর তা'দের একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলেকে ও ঘরটিতে প্রায় ই দেখা যায় । ছায়া-ছায়া নড়া-চড়া দেখেই বুঝা যায় ও বাড়ীর গৃহিনীর বয়স খুব একটা বেশী না । তবে মেয়েটির চলার গতিতে কেমন যেন ক্লান্তি আর অবসন্নতা । ছেলেটি তার মায়ের কাছে খুব কম ই থাকে । একটা কাজের বুয়াকেও মাঝে-মাঝে ওই ঘরটিতে ঢুকতে দেখা যায় । রাতে ঘুমানোর সময় ছোট্ট ছেলেটিকে নিতে আসে বুয়া । ছেলেটি তার মায়ের কাছে ঘুমুতে চেয়ে কাঁদে কিন্তু ছেলেটিকে জোড় করে টেনে নিয়ে যায় বুয়া । কাঁদতে-কাঁদতে পাশের কোন ঘরে বুয়ার সাথে চলে যায় ছেলেটি ।

প্রায় রাতেই ওই দম্পতিদের দেখা যায় ঝগড়া করতে । মহিলাটিকে পুরুষ গৃহকর্ত্তাটি প্রায় রাতেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বিছানায় । কখনওবা দেখা যায় ঠাস্-ঠাস্

করে গালে চড় কষছে ; আর মহিলাটি উচ্চস্বরে কথা বলছে । তর্ক করার সময় মহিলাটির খোঁপা খুলে গিয়ে তার লম্বা ঘন চুল নিজের মুখটাকে বার বার ঢেকে দেয় । খুব খারাপ লাগে ঈমার ! জানতে ইচ্ছে করে মহিলাটির নাম । ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটির নাম । স্বামিটি তার স্ত্রীকে কেন প্রহার করে তার কারন । কেনইবা ওই ছোট্ট ছেলেটিকে তার বাবা-মায়ের সাথে ঘুমুতে দেয়া হয়না । কাজের বুয়া ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে কোন ঘরে যায় ? সে কি একাই এক ঘরে ঘুমায় ? না কি ঐ কাজের বুয়াটির সাথে ঘুমায় ? এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে ঈমা । পরদিন খুব সকালে উঠে চলে যায় ইউনিভার্সিটির বাস ধরতে ।

আজ নাসিম কোন টি-শার্ট টি পড়েছে ? নাসিম আজ ওকে দেখে কি করবে ? আজ ও কি নাসিম বাস ভরতি মানুষের ভীড়ের মাঝেও অপলক চোখে চেয়ে থাকবে তার দিকে ? ঈমার ভাবনার জগতে এমন কল্পণা ভাজতে-ভাজতে ঠিক সময়ে চলে আসে মোহাম্মদপুর রোডে যাতায়াতকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ‘আনন্দ ’ ।

বিকেলে বাসায় ফিরে গোসল সেরে ভাত খেতে গিয়ে গলায় টেংরা মাছের কাঁটা বিঁধলো ঈমার । কয়েক নলা সাদা ভাত গিলেও কাঁটাটি সরানো গেলনা । বার কয়েক আঙুল দিয়ে খোঁচা-খুঁচি করলো ঈমা । কাজ হলোনা । খাক্-খাক্ শব্দ করে বার কয়েক থু-থু ফেল্ল । উহু তা ও বেরুচ্ছেনা কাঁটাটা । এবার বাথরুমের আয়নায় ‘হা’ করে ঈমা দেখলো কাঁটাটি তার বাম পাশের টনসিলে আটকে আছে । টিউব লাইটের আলোতে গলায় বেঁধা কাঁটা টা চিক্-চিক্ করে উঠলো । কেন যেন ঈমার মনে হ’লো ওর গলায় একটি ধারালো ছুরি আটকে আছে ।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই নিজেই ভয়ে শিউড়ে উঠলো । দ্রুত বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঈমা তার ভাবীর রুমের দিকে পা বাড়ালো ।

ঈমার ভাবী নীদা তখনো বাসায় ফেরেনি । একটা প্রাইভেট এডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি করে নীদা । তার শৈশব কেটেছে পাকিস্তানের লাহোরে । বেশ আধুনিক আর অতিমাত্রায় পরিপাটি স্বভাবের অহংকারী নীদা-র সাথে কথা বলতে ঠিক স্বস্তি বোধ করেনা ঈমা । নীদা ও পারত:পক্ষে ঈমাকে এড়িয়েই চলে । দু’একটা টুক্-টাক্ কথা ছাড়া তাদের মধ্যে তেমন কথা ও হয়না ।

ঈমার বড় ভাইয়া নাশিত বেশ গম্ভীর প্রকৃতির । মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডেই তার অফিস । একটা বিদেশী বায়িং-হাউজে চাকরি করে । চার বছর হয়েছে নীদা আর নাশিতের বিয়ে হয়েছে । তাদের কোন সন্তান হয়নি । তা’দের এই নিঃস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা ছন্দের সংযোজন ঘটাতে ঈমার আগমণ । ঈমাকে উচ্চশিক্ষিতা করার লক্ষ্যে গ্রাম

থেকে শহরে নিয়ে আসে ঈমার বড় ভাই নাশিত । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ঈমা ।

প্রিয় জানালাটির কাছে এসে দাঁড়ায় ঈমা । ও বাড়ীর বউটি এখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ীর কুঁচি ঠিক করছে । লম্বা চুলগুলো তার বার-বার দুলছে । চুলের পেছনে ক্লীপ দিয়ে ফুলের মালার দু'টি লর ঝুলিয়ে দিলো মহিলাটি ।

ঈমা ভাবছে, কোন ফুলের মালা ? রঙটাতো সাদা ই মনে হচ্ছে । আকারে খুব বড় ও নয় ফুলগুলো । জুঁই ফুল ? না কি বকুল ? কি জানি ! ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা বউটিকে এখন নিশ্চই খুব সুন্দর লাগছে ! ওর বর বাড়ী ফিরে নিশ্চই আজ তাকে খুব সোহাগ করবে ! ছায়া-ছায়া দৃশ্য থেকে ঈমা বুঝে নেবে তা'দের সোহাগের কারুকাজ ।

ঘড়ির দিকে তাকালো ঈমা । রাত পৌণে আট টা । আরেকটু পরেই ভাবী বাসায় ফিরবে । বড় ভাইয়া নাশিত প্রায় রাতেই বেশ দেরী করে বাসায় ফিরে । অফিসে ওভারটাইম ,বাইয়ারদের সাথে কনট্রাক্ট আর অর্ডার নেয়া নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি করে বাসায় ফিরতে-ফিরতে নাশিত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে । সমস্ত বাড়ীতে একা ঈমা কিছুক্ষন এ ঘর ও ঘর ঘুরাঘুরি শেষে নিজের ঘরে ফিরে এলো আবার । টনসিল থেকে মাছের কাঁটাটা বেরিয়েছে বটে কিন্তু তখনো কিন্-কিনে ব্যথাটা রয়েই গেছে । ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল ঈমার । ঈমা আজ আর পড়তে না বসে ঘুমিয়ে গেল অসময়েই ।

রাতে ভাত খেতে ডেকেও ঈমাকে উঠানো গেলোনা । নিশাত নীদাকে ডেকে বল্ল : ' থাক্ । ওকে আর ডেকোনা । খুব ক্লান্ত বোধহয় আজ । ঘুমাক । '

মধ্যরাতের দিকে অস্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ঈমার । হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজলো ঈমা । চোখ মেলে দেখলো ঘরের বাতি জ্বালানোই আছে । ঘরের দরজাও ভেতর থেকে লাগাতে ভুলে গেছে আজ । ঈমা তার আকস্মিক ঘুম ভাঙ্গার কারন খুঁজে পাচ্ছিলনা ।

টয়লেট সেরে বেরিয়ে ঘড়ির দিকে নজর গেল ঈমার ।রাত ১২:৪৭ মিনিট এত রাত অব্দী ঈমা কখনো জেগে থাকেনা । ঘুমুতে যাবার আগে ও বাড়ীর বউটিকে সাজ-গোজ করতে দেখেছিলো ঈমা । তাই আর কৌতূহল হ'লো এ মধ্যরাতে ঐ জানালার ওপাশের ছায়া দম্পতিরা কি করে তা দেখার । ১৯ বছরের যুবতী ঈমা তার তারুণ্যের স্বভাবজাত ঔৎসুক্য নিয়ে তার জানালাটির কাছে এসে দাঁড়ালো ।

আবছায়া দৃশ্যে ঈমা দেখলো ও বাড়ীর ছায়া পুরুষটি ঢুলছে । টলো-মলো পায়ে ছায়া মহিলাটিকে কাছে টানতে চাইছে আর মহিলাটি ঘৃণা ভরে বার-বার তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে । একটু এগিয়ে লোকটি হেচ্‌কা টানে বউটিকে তার কাছে টেনে আনলো তারপর লোকটি তার বউটির গলা টিপে ধরলো । মহিলাটি দু'হাতে তার গলা থেকে লোকটির হাত দু'টি সরানোর চেষ্টা করছে । পারছেনা । লোকটি তার বউটির দেহটিকে এক টানে ঘুরিয়ে এনে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরলো । এখন পুরুষ ছায়াটি দিয়ে মহিলাটি ঢেকে আছে বলে ঈমা তা'কে আর দেখতে পাচ্ছেনা । তবে পুরুষটির দেহ প্রচন্ড ঝাকুনিসহ মহিলাটির গলাটি আরো জোরে চেপে দিচ্ছে তা বুঝা যাচ্ছে বেশ ।

জানালার ভারী পর্দাটা একটানে একপাশে সরিয়ে দিলো ঈমা । ভাল করে দেখতে চাচ্ছে সে কি হচ্ছে ঐ দু'টি ছায়া চরিত্রের মাঝে । লোকটি এক পাশে সরে যেতেই ছায়া নারীর দেহটি মেঝেতে লুটিয়ে যেতে দেখলো ঈমা ।

মহিলাটি কি মরে গেলো ? না কি এখনো বেঁচে আছে ? টেবিলের সামনের চেয়ারটায় পা দিয়ে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পা দু'টো উঁচু করে দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো ঈমা । নাহ ! দেখা যাচ্ছেনা । এবার টেবিলের উপর চেয়ার দিয়ে তার উপর দাঁড়ালো ।

মহিলাটির নিঃসাড় দেহ মাটিতে পড়ে আছে । ঈমার সমস্ত দেহের রক্ত হীম হয়ে গেল । সে কল্পণাও করেনি কখনো এমন দৃশ্য সে চোখে দেখতে পাবে । তার বিশ্বাস হচ্ছেনা এ দৃশ্য কি সে বাস্তবে দেখছে ? না কি দুঃস্বপ্নে !

ঈমা এখন কি করবে ? কি করা উচিৎ তার ? ভাইয়া-ভাবীকে ডেকে বলবে ও বাড়ীতে ঢুকে খোঁজ নিতে ; জেনে আসতে মহিলাটি বেঁচে আছে কি না ? না কি পুলিশকে খবরটা দিবে ? পুলিশকে জানালে তো আবার বাড়ীতে পুলিশ আসবে ; ঈমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । পুলিশ যখন ওই পুরুষ আর মহিলার বর্ণনা দিতে বলবে ; তখনতো ঈমা কিছুই বলতে পারবেনা । কারন ঈমা তো ও বাড়ীর মানুষ গুলোকে স্বচক্ষে দেখেনি কোনদিন । শুধু দেখেছে তাদের ছায়াবয়ব । ছায়া-ছায়া মানুষগুলোকে দেখেই ঈমার মমত্ব জেগেছে ঐ ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটির জন্য । চরম ঘৃণায় , রাগে ক্ষুব্ধ হয়েছে ও বাড়ীর ছায়া পুরুষটির উপর । কষ্ট পেয়েছে ওই ছায়া নারীটির অসহায়ত্বে ।

আজ রাতে ঈমা তো কোনো মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেনি , সে শুধু একটি ছায়া চরিত্রের মৃত্যু দেখেছে । ঈমা এক ছায়া-মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী !